দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 18 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ২ ...

38

জাতীয় শিক্ষা সেমিনারে শিক্ষাবিদবৃন্দ

দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের দুর্নাম ঘোচাতে ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ দু'দিনব্যাপী জাতীয় শিক্ষা সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ বলেছেন, দেশের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে যোগ্য নেতৃত্ব ও দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ে তুলতে হলে আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির আলোকেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধের পূর্ণ অনুসরণ ছাড়া সমাজ জীবনে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এদেশের বর্তমান নৈতিকতার সংকট ও দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের দুর্নাম ঘোচাতে হলে ইসলামী বিশ্বাস ও মূল্যবোধের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। কোন দেশ বা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অন্ধ অনুসরণ কিংবা বিজাতীয় আদর্শ চাপিয়ে দেয়া শিক্ষানীতি এদেশের জনগণ গ্রহণ করবে না। বাংলাদেশের সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির ভিত্তিতে আমাদের ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতীয় চরিত্রের পরিপূরক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।

ইসলামী ছাত্র শিবির আয়োজিত এ সেমিনার গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে শুরু হয়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মোঃ ইউসুফ আলী। বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের প্রফেসর চৌধুরী মাহমুদ হাসান, দেশের প্রধান কবি আল মাহমুদ, ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, শিবির নেতা আ স ম মামুন শাহীন, মতিউর রহমান আকন্দ, এহসানুল মাহবুব জোবায়ের প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য দেন শিবির সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান।

সেমিনারের প্রথম গতকাল প্রিন্সিপাল হারুনুর রশিদ ও প্রফেসর আবুল কালাম পাটোয়ারী দু'টি প্রবন্ধ

উপস্থাপন করেন।

ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য হলো– সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ হলেও আজ আমাদের ইসলামী শিক্ষার জন্য দাবী জানাতে হচ্ছে। তিনি বাইবেলের উক্তির উল্লেখ করে বলেন, তেঁতুল গাছ থেকে যেমন আপেল আশা করা যায় না, তেমনি ধর্মহীন শিক্ষানীতি থেকেও আদর্শ মানুষ আশা করা যায় না। যে নীতি মানুষকে মানুষের পর্যায়ে উন্নীত করে সে ধরনের শিক্ষা, সংস্কৃতি আমাদের সমাজে বাস্তবায়ন করা দরকার। তিনি বলেন, মুসলমান যেখানে যায় সেখানেই তওহীদের প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম কারো ব্যক্তিগত ধর্ম নয়। জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণের জন্যই ইসলামের আগমন। তাই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণীত হলে সকলেই লাভবান হবে।

প্রফেসর ইউসুফ আলী বলেন, আমাদের সমাজকে মাদ্রাসা ও সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার নামে দীর্ঘদিন ধরে বিভক্ত করে রাখা হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ভবিষ্যতে নাগরিকদের ধর্মীয় চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এসবের জন্য প্রয়োজন ইসলামের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন।

কবি আল মাহমুদ বলেন, ইসলামই এদেশের মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছে। একমাত্র ইসলামী মূল্যবোধ লালনের মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব নিশ্চিত হতে পারে।

সেমিনারে 'কুদরত ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ঃ একটি পর্যালোচনা শীর্ষক' মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ নেন প্রফেসর ইউসুফ আলী, প্রফেসর এস এম লুৎফর রহমান, আবুল কালাম পাটোয়ারী, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, মুজাহিদুল ইসলাম, আ জ ম ওবায়দুল্লাহ, জিএম রহিমুল্লাহ প্রমুখ। 'ইসলাম নারী শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন প্রফেসর ডাঃ গোলাম মোয়াজ্জম, ডঃ মুহাম্মদ লোকমান, মুহাম্মদ শামসুল ইসলাম, প্রফেসর আ ন ম আবদুল মান্নান খান, আ ব ম হিযবুল্লাহ, ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক, প্রিন্সিপাল আবদুর রব, নূর মোহাম্মদ আকন প্রমুখ।